আমাদের কমিউনিটি হবে

জলবায়ু সহনশীল

প্রকল্প :

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)

উপ প্রকল্প :

জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো ও ঝুকিঁহ্রাস প্রকল্প (কার্প)

সহযোগিতায় :

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

অর্থায়নে :

বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ)

বাস্তবায়নে :

আরডিএস

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা

BCCRF Bangladesh Climate Change Resilience Fund

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি) এর প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তন একুশ শতকের অন্যতম বৈশ্বিক ঝুঁকি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রকৃতি ও বিস্তৃতি সঠিকভাবে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি), ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। পরবর্তীতে, ২০১০ সালে সরকার বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের আর্থিক সহায়তায় বহু-দাতা (যুক্তরাজ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড এবং ডেনমার্ক) সমন্বয়ে একটি তহবিল গঠন করে যা বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) নামে পরিচিত। বর্তমান সময় পর্যন্ত উক্ত তহবিলে ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ডিসেম্বর ২০১১-তে যা ছিল ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) সংগৃহীত হয়েছে। বিসিসিআরএফ-এর ৯০ শতাংশ অর্থ সরকারি প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১০ শতাংশ অর্থ এনজিও সমূহের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিসিসিআরএফ-এর গভর্নিং কাউন্সিল এনজিওদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত উক্ত ১০ শতাংশ অর্থ পরিচালনার দায়িত্ব পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর উপর ন্যস্ত করেছে। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পটি কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি) নামে পরিচিত। বিসিসিআরএফ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সম্মতিক্রমে বিশ্বব্যাংক সীমিত সময়ের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব (fiduciary) পালন করছে। সিসিসিপি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের নিজস্ব কর্মকান্ড বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, পরিবেশগত নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, ক্রয় নীতিমালা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়াল, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও সক্ষমতা উন্নয়ন কৌশলপত্র, সংক্ষুব্ধতা ব্যবস্থাপনা কৌশল, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল প্রভৃতি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা (Project Implementing Partner-PIP) এ সকল নীতিমালা মেনে চলছে। সিসিসিপি প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও পিআইপি পর্যায়ে বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষনের জন্য পিকেএসএফ তার নিজস্ব ভবনে একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে।

উপ প্রকল্প পটভূমিকা/ ঝুঁকি এবং অবস্থার বিশ্লেষণ

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সরকারি সংস্থা ও এনজিওর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে, কার্যক্রমগুলোর মধ্যে বেশীর ভাগই কৃষি, অবকাঠামো ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট বিষয়কে উদ্দেশ্য করে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি) একটি অভিযোজন প্রকল্প যার লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাচিত জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। আরডিএস জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় "জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো ও ঝুঁকি হ্রাস" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবের চরম শিকার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং জীবিকা নির্বাহের পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের মত কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এ এলাকার কৃষি জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে ফলে বিভিন্নভাবে তাদের খাদ্য নিরাপত্তাসহ জীবিকা নির্বাহ বিঘ্নিত হয়। আরডিএস জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নির্বাচিত জনগোষ্ঠীর জমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের মাধ্যমে বিভিন্ন পানি বাহিত ও ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ প্রতিরোধে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ

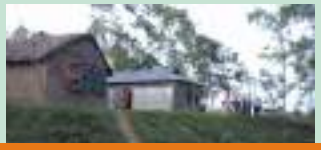

নির্বাচিত জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বৈরী অবস্থা মোকাবেলার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

কমিউনিটির জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি সর্ম্পকে সচেতন করা।

বন্যা আক্রান্তদের দুর্দশা লাঘব করা।

পানিবাহিত রোগ কমিয়ে আনা।

প্রকল্প কর্ম এলাকা (মানচিত্র) ঃ

জেলা ঃ জামালপুর
উপজেলা ঃ দেওয়ানগঞ্জ
ইউনিয়ন ঃ চুকাইবাড়ী, চিকাজানী, বাহাদুরাবাদ, হাতিভাঙ্গা।

প্রকল্প মেয়াদ ঃ

সেপ্টেম্বর'২০১৪ হতে আগষ্ট'২০১৬ পর্যন্ত।

প্রকল্প বাজেট ঃ

সিসিসিপি অনুদান	উপকারভোগীদের অনুদান	বাস্তবায়নকারী এনজিও এর অনুদান	মোট (টাকায়)
১১৩০০০০০	৫৮০০০০	৬৭১৭০০	১২৫৫১৭০০

মোট উপকারভোগী ঃ

খানাভিত্তিক ঃ ৬০০ খানা। কমিউনিটি ঃ ৩০০০ জন

উপকারভোগী / প্রকল্প অংশগ্রহণকারী ঃ

প্রকল্প এলাকা হচ্ছে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ০৪ (চার) টি ইউনিয়ন (চুকাইবাড়ী, চিকাজানী, বাহাদুরাবাদ, হাতিভাঙ্গা)। এই এলাকাসমুহ এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের উপযুক্ত কারণ এখানকার বেশীর ভাগ মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির বিপদাপন্নতায় বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন- নদী ভাঙ্গন ও ভূমিধসের ঝুঁকিতে থাকার কারণে জনসাধারণ জীবন ও জীবিকায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুভোর্গের শিকার হয়। **বিশাল এই জনগোষ্ঠী** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে থাকায় নিরাপদ পানি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন সুবিধা এবং নুন্যতম স্বাস্থ্য সুবিধার অভাবের জন্য বিভিন্ন দুর্ভোগের সম্মুখিন হয়। সিসিসিপি'র উপ-প্রকল্প জামালপুর জেলার বন্যাকবলিত দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ৬০০টি দরিদ্র ও বিপদাপন্ন পরিবারের মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম
০১	উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য সভা
০২	খানা প্রোফাইল ও দল গঠন
০৩	দলীয় সভা
০৪	কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
০৫	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা
০৬	নির্বাচিত উপকারভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ
০৭	নির্বাচিত উপকারভোগীদের হাসঁ-মুরগী ও ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান
০৮	বসতভিটা উচুকরণ (খানা পর্যায়ে)
০৯	প্লাটফর্মসহ নলকূপ স্থাপন

উপকারভোগী নির্বাচন ঃ

বসতভিটা উচুকরণ, নলকূপ স্থাপন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সর্বমোট ৬০০ পরিবারকে উপকারভোগী হিসাবে দরিদ্র, অতি দরিদ্র পরিবার, বন্যা আক্রান্ত বিপদাপন্ন পরিবার, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও নারী প্রধান পরিবার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রুপ পর্যালোচনার মাধ্যমে আরডিএস তাদের নির্বাচন করেছে ।

খানা প্রোফাইল তৈরী ও দল গঠন ঃ

৬০০টি পরিবারের খানা প্রোফাইল তৈরী করার মাধ্যমে তাদের সকল তথ্য

সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপকারভোগীদের কি ধরনের সার্মথ্য ও সক্ষমতা আছে তা খানা প্রোফাইলের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় এবং সে অনুসারে আয়বর্ধক কর্মসুচী এবং অন্যান্য অন্তর্বর্তী কার্যক্রমসমুহ নির্বাচন করা হয়। উপকারভোগীদের জীবনবৃত্তান্ত ও সার্বিক তথ্য সংরক্ষণের জন্য মাঠ কর্মীর মাধ্যমে খানা জরিপ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী কমিউনিটি মিটিং, এফজিডি ও তাদের চাহিদা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ৬০০টি পরিবার নিয়ে ২৪ টি দল গঠন করা হয়েছে। গ্রামের নামের সাথে **"জলবায়ু অভিযোজন সমিতি"** (ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশন সমিতি) যোগ করে প্রতিটি দলের নামকরণ করা হয়েছে। যেমনঃ **"চর ডাকাতিয়া জলবায়ু অভিযোজন সমিতি"**। প্রত্যেকটি গ্রুপ ২০-৩০ সদস্য নিয়ে গঠন করা হয়েছে ।

দলীয় সভা ঃ

দলীয় সভা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, কারণ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও খাপ খাওয়ানো এবং অন্যান্য বিষয়ে মানুষকে অবহিত করা যায়। আরডিএস দলীয় সভায় আলোচনার জন্য ২৪টি বিষয় নির্বাচন করেছে। ২৪ টি বিষয়ের মধ্যে প্রত্যেক মাসে ০২ টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে দলীয় সদস্যগণ নিয়মিত সভা করে আসছেন। এছাড়াও উপকারভোগীরা দলীয় সভায় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এবং সৃষ্টিশীল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন যা তাদের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনে সহায়ক ।

কর্মীর দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন ঃ

আরডিএস সর্বদা কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সেজন্য প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আরডিএস গত ০২-০৩ নভেম্বর '১৪ কর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে, যেখানে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) আওতায় কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্টের

(সিসিসিপি) বিভিন্ন গাইড লাইন উপস্থাপন, হিসাব ব্যবস্থাপনা, ক্রয় প্রক্রিয়া এবং মনিটরিং উপর আলোচনা করা হয়। সর্বোপরি কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি), জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হ্রাস এবং খাপ খাওয়ানো ইত্যাদি বিষয়ের উপর কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতার বৃদ্ধির মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই ছিল প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ।

অবহিতকরণ সভা ঃ

আরডিএস ০৬ জানুয়ারী'২০১৫ ইং তারিখে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে প্রকল্প অবহিতকরণ সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং সভাপতিত্ব করেন দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার মাননীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, এছাড়া সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ, সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য, স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক সকলেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ।

স্থান ও কর্মকান্ড নির্বাচন ঃ

'আরডিএস- কার্প' প্রকল্পে ৩৫০ টি পরিবারের বাড়ীর আঙ্গিনাসহ বসতভিটা উচুকরণ, নিরাপদ পানির জন্য ৮০ টি প্লাটফর্মসহ টিউবওয়েল স্থাপন, ২৫০ জন উপকারভোগীকে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৩৫০ উপকারভোগীকে আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের (ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন) প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে । সকল স্থান ও উপকারভোগী নির্বাচন স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে করা হয়েছে ।

খানা পর্যায়ে বসতভিটা উঁচুকরণ ঃ

আরডিএস- কার্প'র প্রকল্পে ক্লাস্টার (যেখানে কমপক্ষে ০৪ খানায় ০১ ক্লাস্টার) পদ্ধতিতে ৩৫০ টি পরিবারের বাড়ীর আঙ্গিনাসহ বসতভিটা

উঁচুকরণ কার্যক্রম রয়েছে, আমরা ইতোমধ্যেই ৩৫০ পরিবারের বসতবাড়ী উঁচুকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা মারাত্মক বন্যা প্রবণ এলাকা এবং প্রতিবছর বন্যায় আক্রান্ত হয়। তাই বসতভিটা উঁচুকরণ বিপদাপন্ন মানুষের জন্য খুবই কার্যকরী। এর ফলে উপকারভোগীরা তাদের জীবন, ফসল, প্রাণী সম্পদ ক্ষতির হাতে থেকে রক্ষা করতে পারে এবং তাদের অন্যত্র আশ্রয় খুঁজতে হয় না। এছাড়াও প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা বন্যায় পানি বন্দী হয়ে পড়ে, তাদের সাহায্য করতে পারে। নতুন উঁচুকৃত বসতবাড়ীতে উপকারভোগীরা বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জী চাষ করছে। এতে তারা তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছে এবং অতিরিক্ত অংশ বাজারে বিক্রি করে সাংসারিক আয় বৃদ্ধি করেছে ।৩৫০টি বসতভিটা উঁচুকরণের ফলে এখন প্রায় ২৫০০ জন লোক বন্যার সময় সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে ।

নির্বাচিত উপকারভোগীদের ছাগল/ভেড়া/হাঁস/মুরগী পালন (প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান) ঃ

'আরডিএস- কার্প' এর পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩৫০জন উপকারভোগীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা

হবে। তাদের মধ্যে ৭৫ জন কে ছাগলের ঘর, ৫০ জন কে হাঁসের ঘর এবং অবশিষ্ট ২২৫ জন কে মুরগীর ঘর প্রদান করা হবে। এই কার্যক্রম উপকারভোগীদের পারিবারিক আয়বৃদ্ধি ও প্রাণী সম্পদ ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকিত জ্ঞান বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও তাদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা, সমন্বিত বসতভিটা উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সচেনতা ইত্যাদি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাদের পালিত পশু পাখির রোগব্যধি হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকারভোগীরা তাদের প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণপূর্বক উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্য বাজারে বিক্রি করে আর্থিক ভাবে লাভবান হবে। এছাড়া উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে যে কোন ধরনের সমস্যার জন্য উপকারভোগী নিজেই যোগাযোগ করতে পাচ্ছে ।

নির্বাচিত উপকারভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ঃ

আরডিএস-কার্প প্রকল্প ২৫০ জন উপকারভোগী কে জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো ও ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে ফলে তাদের জলবায়ু

পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো ও ঝুঁকি হ্রাসের পাশাপাশি সমন্বিত বসতভিটা উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

প্লাটফর্মসহ নলকূপ স্থাপন ঃ

প্লাটফর্মসহ নলকূপ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, মাটির সেটেলমেন্ট হওয়া সাপেক্ষ এই কার্যক্রম শুরু হবে। এই কার্যক্রম উপকারভোগীদের নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করবে, পানিবাহিত রোগ থেকে রক্ষা করবে এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নতি ঘটাবে।

ক্রয় নীতিমালা ঃ

আরডিএস প্রয়োজনীয় উপকরণ/মালামাল ক্রয়ে সিসিসিপি সরবরাহকৃত ক্রয় নীতিমালা এবং সংস্থার আদর্শিক বিধি অনুসরণ করছে, যার উদ্দেশ্য হ'ল কেনা কাটার সকল বিষয় সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। সিসিসিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়েল অনুযায়ী সকল ক্রয় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়। প্রকল্পের মালামাল ক্রয়ে সিসিসিপির অপারেশন ম্যানুয়ালের DPM (সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি) এবং RFQM (দরপত্র আহবান পদ্ধতি) উভয়ই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো ঃ

পরিবেশগত স্থিতিশীলতার জন্য সিসিসিপি এর অধীনে পরিচালিত **"কার্প"** বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়া উপ-প্রকল্পের মেয়াদ পর্যন্ত চলতে থাকবে। উপ-প্রকল্পের শুরুতেই পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ ০৩ টি ডকুমেন্টস প্রস্তুত করা হয়েছে। সেগুলো হলো– (১) পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন (২) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও (৩) ত্রৈমাসিক পরিবেশগত মনিটরিং ফরমেট। প্রকল্পের কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। **'আরডিএস'**- এই প্রতিবেদন এমনভাবে প্রস্তুত করে যার মধ্যে কাঠামোগত, জীববৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিবেশের সঠিক অবস্থা তুলে ধরা হয়। প্রস্তাবিত যে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে **"আরডিএস"** একটি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) তৈরী করে যার মধ্যে পরিবেশগত প্রভাব এবং সম্ভাব্য প্রশমন ব্যবস্থা কি হবে তা অন্তর্ভূক্ত থাকে। সর্বশেষে কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যথাযথভাবে গৃহীত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক পরিবেশগত মনিটরিং ফরম্যাট ব্যবহার করে তিন মাস অন্তর অন্তর মনিটরিং করা হয়। ত্রৈমাসিক পরিবেশগত মনিটরিং ফরমেট পিকেএসএফ-সিসিসিপি-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করেছে।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ঃ

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সিসিসিপির একটি "সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো" রয়েছে যার সাহায্যে বাস্তবায়িত কর্মকান্ড সমুহের সামাজিক বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলার জন্য অভিযোজন কৌশল বিষয়ে প্রস্তাবনা তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। আরডিএস **সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো** অনুসরণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজনযোগ্য কাজসমূহ নির্বাচন নিশ্চিত করেছে। "সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো" অনুসরণে সমাজের দরিদ্র বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিপদাপন্নতার বিষয়সমূহ'র যথাযথ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সমাজের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় ও অংশগ্রহণে সংস্থা প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়াও, সংস্থা লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী নির্বাচন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অভিযোজনযোগ্য কার্য নির্বাচনে এলাকার নারী ও পুরুষ উভয়ের সাথে আলোচনা করেছে। সিসিসিপি এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম অনুসরণে ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অভিযোগ নিরসন কৌশল (সিএইচএম) ঃ

অভিযোগ সংশোধন কৌশলটি পিকেএসএফ-এর সিসিসিপি কর্তৃক অনুমোদিত উপ-প্রকল্পসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অভিযোগ সংশোধন প্রক্রিয়া। সুষ্ঠুভাবে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এই অভিযোগ সংশোধন কৌশলটির মূল উপাদানসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কৌশল পত্রটি সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬ এর ধারা ২৯ ও ৩০ এবং সরকারি ক্রয় নীতিমালা ২০০৬-এর অনুচ্ছেদ ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯ এবং ৬০-এর শর্তাবলী পূরণ করে।

বিরোধ নিরসন কৌশল ঃ

পিকেএসএফ কেন্দ্রীয়ভাবে 'সংক্ষুব্ধতা ব্যবস্থাপনা কৌশল' প্রতিষ্ঠা করেছে এবং উপ-প্রকল্প পর্যায়ে পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যুতে কোন অভিযোগ উঠলে ইহা প্রয়োগ করা হয়। সজীব উপ-প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সামাজিক ও পরিবেশগত ইস্যু আরেকটি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এ সকল বিষয় সমূহ নিশ্চিতকরণের জন্য 'সংক্ষুব্ধতা ব্যবস্থাপনা কৌশল' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার সফল বাস্তবায়নে একটি উপ-কমিটি রয়েছে। উপ-প্রকল্পের ৪টি ইউনিয়ন এর সংক্ষুব্ধতা নিরসনের ক্ষেত্রে মূখ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন ঃ

ইউনিয়ন	*ফোকাল পার্সন*	*পদবী*	*মোবাইল নং*
চুকাইবাড়ী	মোঃ মুন্‌জুরুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৯১৬-০১১৮৯৭
চিকাজানী	মোঃ মমতাজ উদ্দিন	চেয়ারম্যান	০১৭১২-১০৩৬৬৫
বাহাদুরাবাদ	মোঃ শাকিরুজ্জামান রাখাল	চেয়ারম্যান	০১৭১১-১২১০৯৫
হাতিভাঙ্গা	মোঃ আবু হানিফ	চেয়ারম্যান	০১৭২১-৫৬৮৯৯৪

প্রকল্পের স্থায়ীত্বশীলতা ঃ

বাস্তবায়নাধীন কর্ম এলাকায় দক্ষতার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য চারটি ইউনিয়নের লোকজনদের নিয়ে যৌথভাবে ও সামাজিক কৌশলগত প্রক্রিয়ায় কাজ করার জন্য ২৪টি দল গঠন করা হয়েছে। সকল দলের সদস্যগন দলীয় সভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে সকলের মতামতের ভিত্তিতে তারা তাদের সমস্যা সমাধান করতে পারবে ফলে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষন করে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মতামত ও পরামর্শ প্রদান করছেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীদেরকে নিয়ে অবিরতভাবে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে তাদের দলভিত্তিক কার্যাদি সম্পন্ন করছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের মেয়াদ সম্পূর্ন হওয়ার পরেও তারা পূর্বের ন্যায় চলতে থাকবে। তাছাড়া, প্রকল্প শেষে এই কর্মএলাকায় 'আরডিএস'র বিভিন্ন চলমান কর্মসূচী যেমন- ক্ষুদ্র ঋণ, সৌর বিদ্যুৎ এবং শিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের সাথে বৃহৎ এই জনগোষ্ঠী কে অন্তর্ভূক্ত করবে এবং দীর্ঘ মেয়াদের সুফলের জন্য স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেয়া হবে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য অভিযোজন কার্যক্রম ঃ

১) স্কুল/কলেজের মাঠ, মসজিদ/মাদ্রাসা/গীর্জা সংলগ্ন খোলা স্থান, হাট-বাজার, খাস জমি ইত্যাদি উচুঁকরণ যেন বন্যার সময় আশে-পাশের বন্যাকবলিত মানুষসহ গবাদি পশু আশ্রয় নিতে পারে।
২) বন্যার সময় হাসপাতাল, হাট-বাজারসহ অন্যান্য সরকারী প্রয়োজনীয় সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বিভিন্ন সংযোগ সড়কসমূহ উন্নয়ন করা।
৩) উপকারভোগীদের মধ্যে বন্যা সহনশীল জাতের ধানের বীজ সরবরাহ করা।
৪) এলাকায় নতুন রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণসহ বিদ্যমান রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন করা।
৫) ঋণদান কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য কম খরচে বাড়ী নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
৬) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সহ ইউনিয়ন পরিষদ ও এলাকার অতিগরীব,গরিব এবং স্বচ্ছল সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৭) দুর্গম চর এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা।
৮) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবমুক্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা যেমন- সৌর বিদ্যুৎ, উন্নত চুলা, বায়োগ্যাস ইত্যাদি সরবরাহ করা।

যোগাযোগ ঃ

মোঃ নূরু উদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক, রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)
৪৯, গৃর্দ্দনারায়ণপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর- ২১০০।
টেলিফোনঃ ০৯৩১-৬২৪০৪। মোবাইলঃ ০১৭১১১৮৬৭০৩, ০১৭৬২৬৮৮৭০০
ই-মেইলঃ rdssher@gmail.com. web: www.rds-bd.org

উপ-প্রকল্প ঠিকানা ঃ

মোঃ রায়হান কবির, প্রজেক্ট ম্যানেজার, জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো ও ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প (কার্প), কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)
রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস), কলেজ মোড়, চৌরাস্তা, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর। মোবাইলঃ ০১৭১৯-৪৩১৪৩৫, ০১৯৫৭-১৪৬৭১৪।
ই-মেইল ঃrdscccp@gmail.com

Design & Printed By Autobi Prokashona, Sherpur